# শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

রুদ্রো বহুশিরা বভ্রুর্বিশ্বযোনিঃ শুচিশ্রবাঃ।
অমৃতঃ শাশ্বতস্থাণুর্বরারোহো মহাতপাঃ ॥২৬

**শাংকরভাষ্য :** সংহারকালে প্রজাঃ সংহরন্ রোদয়তীতি রুদ্রঃ। রুদং রাতি দদাতীতি বা রুর্দুঃখং দুঃখকারণং বা, দ্রাবয়তীতি বা রুদ্রঃ, রোদনাৎ দ্রাবণাদ্বাপি রুদ্র ইত্যুচ্যতে, 'রুর্দুঃখং দুঃখহেতুং বা তদ্ দ্রাবয়তি যঃ প্রভুঃ। রুদ্র ইত্যুচ্যতে তস্মাচ্ছিবঃ পরমকারণম্॥' ইতি শিবপুরাণ-বচনাৎ। (সংহিতা ৬।৯।১৪) বহূনি শিরাংসি যস্যেতি বহুশিরাঃ, 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' (পুরুষসূক্ত ১) ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। বিভর্তি লোকানিতি বভ্রুঃ। বিশ্বস্য কারণত্বাদ্ বিশ্বযোনিঃ। শুচীনি শ্রবাংসি নামানি শ্রবণীয়ান্যস্যেতি শুচিশ্রবাঃ। ন বিদ্যতে মৃতং মরণমস্যেতি অমৃতঃ 'অজরোঽমরঃ' (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৫) ইতি শ্রুতেঃ। শাশ্বতশ্চাসৌ স্থাণুশ্চেতি শাশ্বতস্থাণুঃ। বর আরোহো-ঽহঙ্কারোঽস্যেতি বরারোহঃ। বরমারোহণং যস্মিন্নিতি বা, আরূঢ়ানাং পুনরাবৃত্ত্যসম্ভবাৎ, 'ন চ পুনরাবর্ততে' (ছান্দোগ্য ৮।১৫।১) ইতি শ্রুতেঃ, 'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' (গীতা ১৫।৬) ইতি ভগবদ্বচনাৎ। মহৎসৃজ্যবিষয়ং তপো জ্ঞানমস্যেতি মহাতপাঃ 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ' (মুণ্ডক ১।১।৯) ইতি শ্রুতেঃ। ঐশ্বর্যং প্রতাপো বা তপো মহদস্যেতি বা মহাতপাঃ।

**ভাবানুবাদ :** বৈপরীত্যের ধারণা না হলে অনন্তের অনুধ্যান হয় না। দেবর্ষি নারদ বাল্মীকিমুনিকে শ্রীরামের গুণকীর্তন করতে করতে বলেছিলেন, "কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ॥" (রামায়ণ আদিকাণ্ড ১।১৮) ক্রুদ্ধ হলে প্রলয়াগ্নির মতো তিনি ভয়ংকর, অথচ ক্ষমাগুণে তিনি পৃথিবীতুল্য। ক্রোধ এবং ক্ষমা—দুটি বিপরীত ভাবের অধিষ্ঠান চূড়ান্তভাবে তাঁর মধ্যে। ঈশ্বরের রুদ্ররূপের অনুধ্যান আচার্যগণ সর্বদাই করেছেন দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। একটি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, কর্মফলদাতার রূপ, সেখানে তিনি নির্মম, সংহারক—প্রাণিবর্গের চোখে নেমে আসে অশ্রুধারা। অপরটি তাঁর কারুণ্যের রূপ। ভাষ্যকার শিবপুরাণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, রু শব্দের অর্থ দুঃখ, রু-কে দ্রবীভূত করেন যিনি তিনিই রুদ্র অর্থাৎ শিব। শিব এখানে নারায়ণের সমার্থক। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছেন, 'রুদ্রানাং শঙ্করশ্চাস্মি' (গীতা ১০।২৩)—একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শংকর।

আচার্যগণ একমুখে স্বীকার করেছেন, দুঃখের দহনেই শুদ্ধ হয় চিত্ত, আঘাতের ঊষর পথেই নেমে আসে ঈশ্বরের করুণার রথ। শ্রীশ্রীমায়ের একটি বিখ্যাত উক্তি : "দুঃখ ভগবানের দয়ার দান।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, তিনিই সাপ হয়ে কাটেন, আবার রোজা হয়ে ঝাড়েন। "তিনিই অজ্ঞান, তিনিই জ্ঞান"—এই বৈপরীত্যও তাঁর স্বরূপ। স্বামী বিবেকানন্দ অনন্য ভাষায় ঈশ্বরের এই রুদ্ররূপের উপাসনার অভিনব একটি দিক উন্মোচিত করে গিয়েছেন :

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার
প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

রবীন্দ্রনাথের গানেও পাই,

"ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে,
এই কথাটি বাজল বুকে।
তোমার প্রেমে আঘাত আছে,
নাইকো অবহেলা।"

ভাষ্যকার বলছেন, পুরুষসূক্তের ছায়া এসেছে 'বহুশিরা' সম্বোধনে—"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ।" এটি তাঁর বিরাট রূপ, বিশ্বরূপ। অর্জুনের বর্ণনায় পাই,

"অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥" (গীতা ১১।১৬)

বিশ্বরূপদর্শনের লগ্নে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বের কারণরূপে, সমস্ত লোকের আশ্রয় সনাতন পুরুষরূপে :

"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥" (গীতা ১১।১৮)

এমনই একটি ক্রম অনুরূপভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় পিতামহ ভীষ্মের সম্বোধনগুলিতেও—'রুদ্র', 'বহুশিরা' অর্থাৎ তিনি ভয়ংকর, অনন্ত তাঁর রূপ। সেই ক্রমেই বলছেন, তিনি পালনকর্তা, তিনি 'বভ্রুঃ'। যেভাবে অর্জুন বলেছিলেন, 'ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্'—তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, ভাষ্যকার সেই ক্রমেই বলছেন, সমস্ত লোককে ভরণপোষণ করেন বলে তিনি বভ্রু। তিনিই বিশ্বের কারণ। তাই তিনি 'বিশ্বযোনিঃ'।

পরিশেষে পিতামহ বলছেন—হে যুধিষ্ঠির, তাঁকে আশ্রয় করো, তাঁর নাম আশ্রয় করো—তিনি 'শুচিশ্রবাঃ'। 'শ্রবঃ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি শ্রু ধাতু থেকে। শ্রু+অপ্—শ্রবঃ অর্থাৎ শ্রবণ, শোনা। 'শ্রবস্' শব্দের ব্যুৎপত্তি—শ্রু+অসি। আভিধানিক অর্থ খ্যাতি, কীর্তি ইত্যাদি। ভাষ্যকার বলেছেন, যাঁর খ্যাতির কথা, কীর্তির গাথা শ্রবণে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তিনি শুচিশ্রবাঃ। শুচি যাঁর নাম, যাঁর শ্রবণ মঙ্গলবাচক তিনিই শুচিশ্রবাঃ।

এই সম্বোধনে পিতামহ একটি সাধনসূত্রও ধরিয়ে দিচ্ছেন যুধিষ্ঠিরকে। বেদান্তের সাধনায় আত্মসাক্ষাৎকারের প্রথম সাধন—শ্রবণ। নবধা ভক্তিরও অন্যতম সাধন নামগুণকীর্তন শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন (গীতা ১০।৯),

"মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

আপ্লুত হয়ে ভীষ্ম বলছেন, ভগবানের স্মরণ, তাঁর কথা শ্রবণই মরণশীল জীবকে নিয়ে যায় জন্মমৃত্যুর পারে। তাঁর নাম, তাঁর তত্ত্ব অমৃত। ভাষ্যকার এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক শ্রুতির উদ্ধৃতি দিয়েছেন : তিনি অজর অমর। শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক স্তবে স্বামীজী গেয়েছেন, "মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং"—তাঁর চরণাশ্রয় মরণশীল জীবের কাছে অমৃতস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "... এ যে (ঈশ্বর) অমৃতের সাগর। আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম—... মনে কর খুলিতে একখুলি রস

রয়েছে আর তুই মাছি হয়েছিস। কোথা বসে রস খাবি বল? নরেন্দ্র বললে, 'আমি খুলির আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব! কেন না বেশি দূরে গেলে ডুবে যাব।' তখন আমি বললাম, বাবা, এ সচ্চিদানন্দ-সাগর—এতে মরণের ভয় নাই, এ-সাগর অমৃতের সাগর।"

জন্মমৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর সত্তা, তাই তিনি শাশ্বত। জন্মাদি ষড়্বিকার তাঁর নেই, তাই তিনি স্থির, স্থাণু। তাঁর 'অবিনাশী' এবং 'অবিকারী' তত্ত্বকে যুগপৎ উচ্চারণ করেছেন পিতামহ—'শাশ্বতস্থাণুঃ' সম্বোধনে। ভাষ্যকার কর্মধারয় সমাস করে বলছেন, যিনি শাশ্বত তিনিই স্থাণু, তাই তিনি শাশ্বতস্থাণু।

বহুজন্মের পুণ্যফলে আসে এই অধ্যাত্মরুচি বা তত্ত্বান্বেষণ—"বহূনাং জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" (গীতা ৭।১৯)। বস্তুত এই অধ্যাত্মরুচিই জীবনের অন্তিম উত্তরণ, মনুষ্যত্বে আরোহণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই 'আরোহণ' শব্দটিকেই চয়ন করেছেন 'যোগ' প্রসঙ্গে (গীতা ৬।৩) :

"আরুরুক্ষো মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥"

যোগমার্গে এই 'আরোহণ'-ই মনুষ্যজীবনের বিকাশের সর্বোচ্চ উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্বের স্থিতি—'বর'। তাই ঈশ্বর বরারোহ। শ্রেষ্ঠ এই আরোহণ কারণ জীবনের চূড়ান্ত বিকাশ এই উপলব্ধিতে—'ন চ পুনরাবর্ততে' (ছান্দোগ্য ৮।১৫।১)—এঁরা আর জন্মমৃত্যুর আবর্তে ফিরে আসেন না। শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন একই কথা—"যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" (গীতা ১৫।৬) এই প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠাই জীবনের লক্ষ্য (গীতা ২।৬১) :

"তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥'

তাই সংযমই তপস্যা। প্রাণের ঊর্ধ্বায়নই জীবনের আদর্শ। মহান সেই তপস্যা। ভাষ্যকার মুণ্ডক উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন, জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানাই পরম তপস্যা। মস্তকে অগ্নি ধারণ করার মতোই সেই তপস্যা দুরূহ।

পিতামহ ভীষ্ম যেন যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—হে যুধিষ্ঠির, সত্যের উপাসক হও, রুদ্ররূপ সত্যকে প্রত্যক্ষ করো, রুদ্ররূপ সত্যের সম্মুখীন হও—সত্যই অমৃত। সেই অমৃতলাভের তপস্যায় ব্রতী হও—"তরতি শোকং তরতি পাপং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি।" (মুণ্ডক ৩।২।৯) *(ক্রমশ)*

## ভ্রম সংশোধন

নিবোধত পত্রিকার মার্চ-এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যায় আজীবন গ্রাহকের চাঁদার হার ৫০০০ টাকার পরিবর্তে ৩০০০ টাকা ছাপা হয়েছে এবং ভারতের বাইরে এক বছরের বিমান ডাক ২০০০ টাকার পরিবর্তে ১৫০০ টাকা ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।